লুইতের পদাবলী

রমানাথ ভট্টাচার্য

পরিবেশক ঃ
বরুয়া এজেন্সি
গৌহাটি-১

প্রথম প্রকাশ ঃ পঁচিশে বৈশাখ ১৪০১
প্রকাশক ঃ রমানাথ ভট্টাচার্য, রুক্মিণী গাঁও, গৌহাটি-২২
পরিবেশক ঃ বরুয়া এজেন্সি, গৌহাটি-১
প্রচ্ছদ ঃ সমিরণ বরুয়া, গৌহাটি
গ্রন্থস্বত্ব ঃ রমানাথ ভট্টাচার্য
মুদ্রক ঃ প্রেষক, গৌহাটি

Luiter Padabali : A Collection of poems by Ramanath Bhattacharya.

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

নবকান্ত বরুয়া

নীলমণি ফুকন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যাঁদের সান্নিধ্যে এসে অসমীয়া কবিতার ভুবনে

আমার প্রথম ভ্রমণ

'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক ;'...

[শুধু কবিতার জন্য ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ
আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি ঃ কবিতাসমগ্র ১]

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ :

অলিন্দে সূর্যের হাওয়া (অন্য তিন জন কবির সঙ্গে)
লৌকিক বৃত্তের ভিতরে
এবং পৃথিবী
আধুনিক অসমীয়া কবিতা (বাংলা ভাষান্তর)

আসিস না আসিস না তুই ১
তুমি তুমি-ই তো সেই নারী ২
মিসেস ভট্টাচার্জি ৩
আমরা তো ছুটে-ই চলছি কেবল ছুটন্ত আমরা ৪
সে এক রঙগাছ ৫

সূচী পত্র

রাতের পাখি ডাকছে কী রকম কী রকম করছে ৬
এখন শালা শব্দ আমার খুব প্রিয় ৭
যে আমাকে ভালবাসত ৮
লিলি তার হাত এ হাতে রেখে ৯
বুকে বড় ব্যথা টন্‌টন্‌ করে বুক ১০
এ পৃথিবীতে কেন এলে নীলিমা ১১
নীলিমা ১২
অন্ধকার থেকে নেমে আসার পর ১৩
তোমাকে অনুভব করছি ১৪
একসময় তুমি একটি নিম গাছ ১৫
হে প্রেম তুমি আমাদের স্বর্গেও নিয়ে গেলে না ১৬
প্রাসাদগুলো দেশের সম্পদ—সভ্যতার চূড়া ১৭
তোমাকে অমন ভালবাসি জানো ১৮
অলকার মা ঘর-দোর ছেড়ে ১৯
মৃত্যু তুমি এখন এসো না ২০
কে দেবে তৃষ্ণার জল ক্রন্দন ক'রে ওঠে আমার হৃদয় ২১
হে পাখি প্রিয়তম পাখি ২২
একেক দিন আমার বেদনাগুলো অমন বেড়ে ওঠে ২৩
কে তুমি আমার দুঃখে আমার ভগ্নীর মতো কাঁদো ২৪
ভালবাসা মানে একগুচ্ছ রক্ত-গোলাপ ২৫
কবিতা তুমি কোথা থেকে এসো ২৬
আমি তোমাদের জন্য গোলাপ উপহার নিয়ে যাই ২৭
নারকেল গাছ শোনো আমরা চললাম ২৮

আমি পৃথিবীর ভালো চেয়েছিলাম ২৯
হে আমার প্রেম মূর্তিমান কান্না তুমি আমার জীবনে ৩০
কোন দেশ থেকে তারা আসে ৩১
আমি তো তোমাকে দেখতে চেয়েছি ৩২
অসুস্থ আমি প'ড়ে আছি বিছানায় ৩৩
কে যাও কে যাও তুমি অমন করুণ-ভাবে চেয়ে ৩৪
আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি ৩৫
কিছুদিন আগে যারা স্থবির পদার্থ ছিল ৩৬
সে হাসে না কাঁদে ৩৭

সূচী পত্র

সে যখন সোনালি চোখ তুলে তাকায় ৩৮
মৃত্যুর বাসভূমি ৩৯
পাশের বাড়ির রাঙা বউ ৪০
তার চোখের জাদু দেখতে অনেক দর্শক আসে ৪১
সোনালির চোখ আজও গাঢ় নীল ৪২
আজকাল আর দু'চোখে ফোটে না কবিতা ৪৩
জীবনের রূপ ধ'রে মৃত্যু গীয়মান ৪৪
বিষয়-রস দীঘির জল পুণ্যশ্লোক সাঁতার কাটে ৪৫
বেশ্যা বেচে ভালবাসা ৪৬
কোনখানে তোর ভালবাসা ৪৭
শব্দ নেই রূপ দিই তোমার সুষমা ৪৮

পুনশ্চ

গোহাটি-শিলং রাস্তার মতো ৫১
উন্মাদ গ্রীষ্ম ৫২
ঈশ্বর, তুমি কী দেখছো ৫৩
রাজা মশাই দারুণ ভদ্র ৫৪

লুইতের পদাবলী

১

আসিস না আসিস না তুই
তুই এলে ভালবাসা হিংস্র খুব হিংস্র হ'য়ে ওঠে
হাঙরের মতো হিংস্র ঈগলের মতো জাগে
শিকার প্রবৃত্তি
ইচ্ছা করে ছিঁড়ে ফেলি খেয়ে ফেলি
ঠোঁটে ক'রে ফিরি।

আসিস না আসিস না তুই
তুই এলে ঝড় চূর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে যাবে ঘর
পাগলা হাতি ভেঙে দেবে চার-চালা ঘর
বিলাপ ছড়িয়ে পড়বে বন্যা ছড়িয়ে পড়বে ঘরে
ঝ'রে যাবে ধ'সে যাবে ঘর

আসিস না আসিস না তুই
তুই এলে ঝড় ধ'সে যাবে ঘর।

২০. ৩. ১৯৮১

২

তুমি তুমি-ই তো সেই নারী
যাকে আমি ধান ভানতে ধান ঝাড়তে
কলার ভেলা চ'ড়ে আসতে
নদীর ঘাটে কাজ করতে চা গাছে কলম করতে
পাথর ভাঙ্‌তে সুগন্ধী পান ফুলের মালা শাক-সবজি
বিক্রি করতে দেখেছিলাম।

তুমি তুমি-ই তো সেই নারী
যাকে আমি এলো চুলে উঠোন লেপতে
লাল রোদে ফুল তুলতে দীঘির জলে স্নান করতে
সন্ধেবেলা প্রদীপ জ্বালতে সকালবেলা রোদ পোহাতে
গাউন প'রে শাড়ি প'রে পথ হাঁটতে
দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিতে
কলেজ ক'রে বাড়ি ফিরতে
ড্রয়িং রুমে আড্ডা দিতে
পার্কে লেকে বসে থাকতে বাসের ভিড়ে ডুবে থাকতে দেখেছিলাম।

তুমি তুমি-ই তো সেই নারী
যাকে আমি সুখের দিনে হেসে উঠতে শোকের দিনে
কেঁদে উঠতে সেবা করতে যুদ্ধ করতে
দণ্ড দিতে মাপ করতে দেখেছিলাম
স্বামীপুত্র জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে যেতে
ছেলেমেয়ে মানুষ করতে রান্না-বান্না ঘর করতে
প্রার্থনা ও মানত করতে দেখেছিলাম।

২০. ৩. ১৯৮১

মিসেস ভট্টাচার্জি
মনে পড়ে খুব মনে পড়ে সেই রাতের কথা
ঘরে আপনি একা
রাত কাঁপছিল ঝড়ো হাওয়ায়
একটু পর-পর আকাশ চীৎকার করছিল
বিদ্যুতের বাঁকা-বাঁকা তলোয়ার
ছিন্নভিন্ন করছিল আকাশ
ঝঞ্ঝার ঘায় ছত্রখান হ'য়ে যাচ্ছিল পৃথিবী
বঙ্গোপসাগর উঠে আসছিল বারান্দায়
হঠাৎ আপনি পাশের সোফায় এসে বসলেন
বললেন ভাল, লাগছে না, ভয়-ভয় করছে আমার
আপনি নির্বাক ছিলেন, মুখ ছিল টকটকে লাল
ধীরে খুব ধীরে ভাঙা-ভাঙা স্বরে
গল্প করলেন রোমাঞ্চিত প্রেমের দিনের
বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হ'য়ে বেজে উঠলো গা
ধীরে ধীরে আপনি আমি উভয় উন্মাদ
প্রফুল্ল দন্তুর, হৃদয়ের ভাই হৃদয়ের বোন
ধীরে ধীরে আনন্দঝটিকা।

২৩. ৪. ১৯৮১

৪

আমরা তো ছুটে-ই চলছি কেবল ছুটন্ত আমরা
দিনভর রাতভর চাকা আমরা
বাসের ট্রেনের চাকা টেম্পু রিক্‌শোর চাকা
কেবল ছুটছি আমরা কেবল ছুটছি
ব্যস্ততায় বন্দী আমরা অন্ধকারে পথ

আমরা চাকা
আমাদের বুকে প্রাণের গন্ধ নেই
হৃদয়-কণাও নেই যা ফুটে বসন্ত আসে
দিনভর রাতভর চাকা আমরা
সভ্যতা ঘুমিয়ে যাচ্ছে
ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি আমরা
গতকাল আজকাল এবং আগামী কাল
ডুবে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে মহাসিন্ধু জলে
অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি আমরা।

৬. ৯. ১৯৮১

৫

সে এক রঙগাছ
তার তলে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়
সে এক ফুলগাছ
তার ফুলগুলো কুড়োতে ইচ্ছে হয়
সে এক ঝর্না-ধারা
তার জলে স্নান করতে ইচ্ছে হয়
সে এক হাওয়ার দেশ
তার পারে বসে থাকতে ইচ্ছে হয় ।

৪. ১০. ১৯৮১

৬

রাতের পাখি ডাকছে কী রকম কী রকম করছে
বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে হাড় ভেঙে যাচ্ছে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে
কী এক বিষাদ ভয় কুরে-কুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে
মনে হচ্ছে এই বুঝি কে এসে নিয়েই যাবে
ভেসে যাবে ঘর-দোর হাওয়া হবে বাড়ি

রাতের পাখি ডাকছে কী রকম কী রকম করছে
অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে বাড়ি দুঃস্বপ্নে ভরে যাচ্ছে বুক
শ্মশান থেকে লোকগুলো উঠে আসছে
রাজা উজির সেপাই শ্রমিক উঠে আসছে
ঝড়, উন্মাদ ঝড় বুকে উঠে আসছে
কী রকম কী রকম কী রকম করছে।

২. ১২. ১৯৮১

এখন শালা শব্দ আমার খুব প্রিয়
সর্ব-সাধারণকে অবলীলাক্রমে শালা সম্বোধন করি

বাপ শালা কাঞ্চন-মুদ্রা পেলে নাম করে
ভাই শালা টাকা পাঠালে চিঠি দেয়
বন্ধু শালা অভিজাত হ'লে ভালবাসে
বউ শালা শাড়ি পেলে বে-মালুম খুশি
দোকানদার দর-দাম করলে রাগ করে
জজ শালা সরকারের প্রতিনিধি
লেখক শালা গোষ্ঠী-প্রেমে অন্ধ
নেতা শালা আত্ম-প্রেমে উন্মাদ

এখন শালা শব্দ আমার খুব প্রিয়
সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে আমি শালা সম্বোধন করি।

১৮. ১২. ১৯৮১

৮

যে আমাকে ভালবাসত
সে এখন কোনখানে
যে আমাকে রোজ অগোছাল ক'রে
সুখের তুফান বুকে এনে দিত
সন্ধ্যার নদী ঝর্নার পারে
জ্যোৎস্না রাতের পাইনের গানে
যে আমাকে নিয়ে যেত
সে এখন কোনখানে

যে আমাকে রাতে জড়িয়ে ধ'রে
আকাশ দেখাত সুন্দর ব'লে
চুম্বন দিয়ে বলত আমাকে স্বর্ণ ঠোঁটে
বুকে হাত রেখে বলত আমাকে স্বর্গ বুকে
সে এখন কোথা
সে এখন কোনখানে !

২৭. ৬. ১৯৮২

৯

লিলি তার হাত এ হাতে রেখে
অনিমেষ নামে যুবকের সাথে প্রেমালাপ করে
তাকে ঘিরে আজ স্বপ্ন হাজার স্বপ্ন দেখে

লীলা এলো আজ ফুলের মতন হেসে
বসন্ত হাতে রজনীগন্ধা বুকে
স্বাগত স্বাগত লীলা

পাঞ্চালী খুশি পাঁচ পুরুষে নিবেনিতা হ'য়ে
কর্ণও থাকে বুকে
আমি রমানাথ মনুর ছেলে
লিলি মিলি শেলি ডলিকেও লাগে
অনেক নারীতে ভ্রাম্যমাণ মন
ভালবাসা যাত্রী নারীর দিকে।

২৭. ৭. ১৯৮২

১৩

বুকে বড় ব্যথা টন্‌টন্‌ করে বুক
হা ক'রে আছে বিরাট অসুখ
যেন এখনই গ্রাস ক'রে নেবে
উড়ে যাবে প্রাণ হাওয়ার দেশে

তোমার বুকে তো তাল-তাল সোনা
গোল চাঁদ ওঠে তোমার বুকে
আমাকে একটি নীলাকাশ দাও অসীমা
পাখির গান নিয়ে এসো ঘরে
জলের দেশ নিয়ে এসো প্রাণে
চাঁদের হাট নিয়ে এসো ঘরে
স্বর্গদ্বার নিয়ে এসো দোরে অসীমা

বুকে বড় ব্যথা টন্‌টন্‌ করে বুক
হা ক'রে আছে বিরাট অসুখ।

২৫. ৯. ১৯৮২

১১

এ পৃথিবীতে কেন এলে নীলিমা
আলো থেকে গাঢ় অন্ধকার আজ প্রিয়
পৃথিবী করে তমিস্রার আরাধনা
মরুর হাওয়ায় প্রেম-গান হয়
বন্যার দিনে সুর তোলে কেউ সেতারে

সূর্য থেকেও পৃথিবী অন্ধ
চাঁদ জ্বলে তবু জ্যোৎস্না লাগে না চোখে
নদী আছে তবু জল নেই বুকে
বন আছে তবু প্রাণ নেই বুকে
চারদিকে মরু নীল হ'য়ে গেছে মাটি

ঝড় স'রে গেলে রোদ প'ড়ে গেলে
এ পৃথিবীতে এসো নীলিমা।

৩০. ৯. ১৯৮২

নীলিমা
রুক্ষ পৃথিবীতে তুমি একটি শুভ্র পারাবত
উত্তপ্ত ইস্পাতের মতো পথে
তুমি একটি ওয়েসিস
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তুমি
সবুজ দ্বীপ।

নীলিমা
ঝড়ের তোড়ে তুমি কঠিন ইমারৎ
খর রৌদ্রে তুমি
স্নিগ্ধতম তরুছায়া
ধ্বংসের দিনে তুমি
সুখময় সুর।

শূন্য আকাশে তুমি
একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র
চরমতম দুঃখের দিনে
একটি রক্তিম সূর্যোদয়।

৪. ১০. ১৯৮২

ডাঃ বীরব্রত দাশ শ্রদ্ধাভাজনেষু

১৩

অন্ধকার থেকে নেমে আসার পর
একটি ট্রেন চ'ড়ে যাচ্ছি
ট্রেনে অনেক যাত্রী
একেক স্টেশনে ট্রেন থামছে
অনেক লোক উঠছে অনেক লোক নামছে
ট্রেনের ভিতর রঙ্গমঞ্চ, নাচগান, অগ্নিকাণ্ড, লম্পটের অট্টহাসি
সাপের ফোঁস-ফোঁস, শেয়ালের হুক্কা-হুয়া, গণিকার হাই
আসন্ন-প্রসবার কান্না, তরঙ্গিত দুঃখ
মূর্খের আস্ফালন, গুণ্ডাদের বেপরোয়া মস্তানি
লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র, ট্রয়যুদ্ধ ট্রেনের ভিতর

ট্রেন কখনো রোদ্দুরের বারান্দা দিয়ে
কখনো কুয়াশার ওড়না গায়
জ্যোস্নার প্রান্তর দিয়ে কখনো
কখনো অন্ধকারের আলোয়ান গায়
কখনো খরার রক্ত চক্ষুর ভিতর দিয়ে
ঝড়ের দেওধনি নাচের মধ্যদিয়ে কখনো এগিয়ে যাচ্ছে
ট্রেনের দু'পাশে কখনো সোনালি ধানীজমি, কখনো সবুজ গ্রাম
জনারণ্য শহর কখনো আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়
কখনো নর্থ কাছাড় আর টেমস নদীর টানেল দিয়ে
এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন

ট্রেন কোনখানে যাচ্ছে
কোনখানে
মাথার উপর দিয়ে
রক্তের ভিতর দিয়ে .....

৩১. ১০. ১৯৮২

তোমাকে অনুভব করছি
একটি খরস্রোতা নদী বুকে ঢুকে গেল
একটি সমুদ্র গর্জে উঠলো
একটি মরুভূমি দাউ-দাউ জ্ব'লে উঠলো
একটি সবুজ মাঠ, একটি কমলালেবুর বাগান
ঝলসে উঠলো
কয়েকটি নক্ষত্র জ্ব'লে উঠলো
একটি আকাশ নেমে এলো

তোমাকে অনুভব করছি
একসাথে কতকগুলো সাপ ছোঁবল মারতে লাগলো
একদল পাগলা হাতি মাড়িয়ে যেতে লাগলো
কয়েকটি বাঘ থাবা ঘুরাতে লাগলো
একটি চাঁদ নেমে এলো
একটি নতুন গ্রহ নেমে এলো
একটি সৌরজগৎ এলো করতলে।

৩১. ১০. ১৯৮২

একসময় তুমি একটি নিম গাছ
তোমার পাতাগুলো ঝ'রে পড়ে আমার মুখে
আর আমি তিক্ত কোনো নদীর স্বাদ পেয়ে ব'লে উঠি
জাহান্নামে যাক জীবন

একসময় তুমি একটি জলপাই গাছ
তোমার ফলগুলো ঝ'রে পড়ে আমার মুখে
তাগুলোর অম্ল স্বাদ ঘা ক'রে দেয় আমার জিহ্বা
এক বিশ্রী বদ্ধ ডোবায় প'ড়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত

একসময় তুমি একটি আঙুর গাছ
তোমার ফলগুলো ঝ'রে পড়ে আমার মুখে
রসসিক্ত হ'য়ে ওঠে আমার হৃদয়
মনে হয় ভিনিগার নদীতে আমি স্নান করছি

একসময় তুমি একটি চেরি গাছ
তোমার ফুলগুলো ঝ'রে প'ড়ে আমার অন্তরে
আমি রূপের অরণ্যে দিশেহারা হ'য়ে যাই
ব'লে উঠি তুমিই আমার ভূস্বর্গ

একসময় তুমি হলদে রঙের ধানের ক্ষেত
তোমার সোনালিতে ভর-পূর আমার অন্তর
মনে হয় আমি যেন আমার জননীকে স্বপ্নে দেখছি
অতীতের স্বর্গ উঠে আসে আমার দেহলিতে

একসময় তুমি এক ঝঞ্ঝাবতী
ভেঙে-চুরে শেষ ক'রে দাও আমার ঘর-বাড়ি
তোমার মুখে প'ড়ে চুর-মার আমার অস্তিত্ব
মাটি থেকে আকাশে উড়ে আকাশ থেকে মাটিতে প'ড়ে
চূর্ণ-বিচূর্ণ আমার অস্তিত্ব।
৯. ১১. ১৯৮২

১৬

হে প্রেম তুমি আমাদের স্বর্গেও নিয়ে গেলে না
নরকেও নিয়ে গেলে না
তুমি আমাদের নিয়ে গেলে লছমান ঝোলার ব্রিজে
ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে আমরা তোমাকে দেখি
তুমি ক্ষীণ কায় নীল গঙ্গা
আমরা তোমাকে ছুঁতে পারি না
তোমার থেকে অসহ্য দুরত্বে থাকি আমরা
দুর্বাসার শাপের ভিতর আমরা শকুন্তলা।

হে প্রেম তুমি রোদও দিলে না জ্যোৎস্না দিলে না
আগুনও দিলে না শিশিরও দিলে না
জীবনও দিলে না মরণও দিলে না
এক অপরিচিতের বারান্দায় তোমার পায়চারি
আমরা তোমার ধারেও যেতে পারি না
তোমার থেকে দূরেও যেতে পারি না
হাওয়ায় হাঁটি, হ-য-ব-র-ল আমাদের জীবন
দুর্বাসার শাপের ভিতর আমরা শকুন্তলা।

১৩. ১১. ১৯৮২

প্রাসাদগুলো দেশের সম্পদ—সভ্যতার চূড়া
ওগুলোতে যারা থাকেন তারা রাজ-রাজেশ্বর—আদর্শ মানব
দু'-চারটে ফিয়েট কিনুন
তবেই আপনি মাননীয়—
রমণীই রত্ন—সঙ্গমেই সুখ
নারী-দেহ সৌন্দর্যের আকর

শিল্প-সাহিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই
এ-সব উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা
যন্ত্রযুগ, চাই বে-মালুম কাজ
শিল্প ছাড়া পৃথিবী চলে
কাজ ছাড়া পৃথিবী অচল

স্বল্পে সুখ হয় না
পুনর্বার যৌবনপ্রাপ্ত যযাতি আদর্শ মানব
বন্ধুতা প্রেম দু'দিনের ভেলকি
আত্ম-প্রেম স্বর্গের সোপান।

১০. ১২. ১৯৮২

১৮

তোমাকে অমন ভালবাসি জানো
আমার বুকে যে-ঘাস-গাছ আছে
অপেক্ষারত তোমার জন্য
আমার বুকে যে-রঙ-ঘর আছে
তার দোর খোলা তোমার জন্য

তোমাকে অমন ভালবাসি জানো
আমার বুকে যে-তারাগুলো আছে
জ্ব'লে ওঠে তারা তোমার জন্য
আমার বুকে যে-সূর্যেরা জ্বলে
সব রোদ রেখেছে তোমার জন্য

তোমাকে অমন ভালবাসি জানো
আমার পৃথিবী গান গেয়ে ওঠে তোমার জন্য
ফুলেরা আমার ফুটে আছে দেখো
তারারা আমার জ্ব'লে আছে দেখো তোমার জন্য
তোমাকে অমন ভালবাসি জানো।

২২. ২. ১৯৮৩

১৯

অলকার মা ঘর-দোর ছেড়ে
রাতের আঁধারে চুপি-চুপি এসে
কানে-কানে বলে অলকা ঘুমে
ট্যুরে তার বাবা এসো প্রেমে নামি

হঠাৎ ঘরে আলো জ্ব'লে ওঠে
অলকার মা'র ঝড় ওঠে বুকে
পলাশের লাল শরীরে জ্বলে
আগুনের লালে শরীর পোড়ে

স্ফুলিঙ্গ-চোখ অলকার মা'র
গাল তার লাল আঙরার মতো
প্রেমে জ্ব'লে-পু'ড়ে উন্মাদ প্রায়
অলকার মা জড়িয়ে ধ'রে
চুপি-চুপি বলে সুখ দাও বুকে
দাউ-দাউ অঙ্গ আগুনের ঝড়ে

জড়িয়ে ধ'রে চুপি-চুপি বলে
জ্যোৎস্নার গানে রোদে নিয়ে যাও
শ্রাবণের জলে লাল মেঘে-মেঘে
চেরির বাগানে নিয়ে যাও প্রিয়
অলকা ঘুমে ট্যুরে তার বাবা
এসো প্রেমে নামি স্বর্গ কুড়াই।

১৯. ৩. ১৯৮৩

মৃত্যু তুমি এখন এসো না
আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কোমল আঙুল দিয়ে
সোহাগ বুলিয়ে দেয় শিশু—চুমো খায়
কী মধুর সম্ভাষণে পাখির মতন ডেকে
মধ্যরাতে চুম্বনে জাগিয়ে দিয়ে নারী
আমাকে প্রণয়ে ডাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে
সমস্ত শরীর সঁপে বন্ধুগণ ডাকে
হাতছানি দিয়ে প্রীতির শৃঙ্খল প'রে

মৃত্যু তুমি এখন এসো না
মুরগী দেখো কাঁধে উঠে মাঘের সকালে
উঠানে বেড়ায় কপোত মাথায় চ'ড়ে
রোদ্দুরে সোহাগ করে তরুণ কুকুর দেখো
মাথা রেখে পায় প্রণামের ভঙ্গিমায়
পুলক জানায় হাঁস দেখো হাত থেকে
ভাত খায় কী পরম সুখে শালিক উঠনে
এসে ধান খুঁটে কী সুন্দর ডেকে
পাখি ডাকে অলৌকিক স্বরে

ঘাসগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পুলক জানায়
মায়ের মমতা গায়ে গাছেরা দাঁড়িয়ে
ছায়ার প্রশান্তি দেয় ঝুরু-ঝুরু বাতাসের গান
সোনালি ধানের ক্ষেত ঢেউ তুলে ডাকে
মাঝি ডাকে নদী ডাকে ভাটিয়ালী সুরে
জ্যোৎস্নার আঁচল মেলে চাঁদ হাঁটে
তারা চলে আশমান পিঠে
চারদিকে সুষমার ফাঁদ
মৃত্যু তুমি এখন এসো না।

৭. ৪. ১৯৮৩

২১

কে দেবে তৃষ্ণার জল ক্রন্দন ক'রে ওঠে আমার হৃদয়
মেঘ সে তো ঘূর্ণ্যমান অপার আকাশে
নদী সে তো প্রবাহিত সমুদ্রের দিকে
চন্দ্রতারা তারাও তো ঘূর্ণ্যমান অমোঘ নিয়মে
আমার শান্তির জন্য থামবে কেন তারা

বনভূমি তুমি দেবে তৃষ্ণার জল না তুমি পারবে না
তুমিও তো প্রকৃতির প্রহেলিকা এক
তা'হলে আকাশ দাও তৃষিতকে জল
না তুমি পারবে না দিতে প্রশান্তির জল
তুমিও তো শূন্যতার উপর দাঁড়িয়ে

কে দেবে আমাকে শান্তি তৃষ্ণার জল
নারী তুমি শান্তি দেবে না তুমি পারবে না
তুমিও চপলমতী তুমিও প্রেমের গ্রীবা বাড়িয়ে একবার
আবার ফিরিয়ে নাও নৈসর্গিক নিয়মেই ফিরে যাও তুমি

কে শুনবে আমার বিলাপ বিশ্বলোক আমাকে ফিরিয়ে দিলো
শান্তির প্রতিশ্রুতি কেউই দিলো না
কোথা যাই কোথায় গমন করলে নদী পাবো পাবো আমি তৃষ্ণার জল

শিল্প তুমি দিতে পারো দিতে পারো তৃষ্ণার জল

জল-জ্যোৎস্না দিতে পারো বুভুক্ষু হৃদয়ে
না তুমি পারবে না দিতে তৃষ্ণার জল
সর্বৌষধি নও তুমি তুমিও তো চিরন্তন বেদনার স্বর

কোথা যাই কোথায় গমন করলে নদী পাবো পাবো আমি তৃষ্ণার জল
আনাচে-কানাচে শুধু খাঁ-খাঁ মাঠ মাঠে-মাঠে খর
তবে-তবে শেষবার কাছে এসো নারী হাতে রাখো হাত
শেষবার-শেষবার প্রেমের অভাবে ব'সে কাঁদি।

১৫. ৫. ১৯৮৩

২২

হে পাখি প্রিয়তম পাখি
উড়ু-উড়ু কেন
হৃদয় আমার ঝির-ঝির ঝর্না
জলক্রীড়া করো

যাযাবর কেন
হৃদয় আমার বসন্ত-তরু
তার ডালে ব'সে ফুল-রেণু খাও
ফুলেরা উন্মুখ তোমার জন্য

হে পাখি প্রিয়তম পাখি
হৃদয় আমার ধানী-জমি এক
ছন্দিত ডাকে ধান খুঁটে খাও
সোনালি ধান মুখ তুলে আছে···
হৃদয় আমার মুখ তুলে আছে···

৩. ৮. ১৯৮৩

২৩

একেক দিন আমার বেদনাগুলো অমন বেড়ে ওঠে
আমি অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না
মনে হয় আষ্টেপৃষ্ঠে অন্ধকার
অন্ধকারের পর অন্ধকার তার পর অন্ধকার
অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠা-নামা করছি
অন্ধকার থেকে অন্ধকারে

একেক দিন দুঃখগুলো ওত পেতে থাকে আমাকে ধরার জন্য
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধ'রে আমাকে
হাত-পা বেঁধে ফেলে আমার বন্দী ক'রে নেয় আমাকে
চারদিকে দেখি দুঃখের জৈন্তিয়া পাহাড়
আমি কেঁদে উঠি—ভূমিষ্ঠ হবার পর যে-রকম কেঁদে উঠেছিলাম
ঠিক সে-রকম কেঁদে উঠি—উঁয়া-উঁয়া ক'রে চীৎকার করে উঠি

আমার কান্না থামিয়ে দিতে আসে না কোনো জননী
আমার কপালে চুম্বন দিতে আসে না কোনো জননী
শিশু-কর্ণের মতো আমাকে ভাসিয়ে দেয় তমিস্রা নদীতে
পৃথিবী জননী
আর আমি কাঁদি—কেঁদে-কেঁদে ভাসি
দুঃখেরা চাবুক মেরে মানুষ করবে নাকি
দিনে-দিনে হবো নাকি বীর কর্ণ মহাভারতীয় বীর।

৮. ৮. ১৯৮৩

২৪

কে তুমি আমার দুঃখে আমার ভগ্নীর মতো কাঁদো
আমার মায়ের মতো অশ্রু-সিক্ত হও
ক্রন্দনে ভিজিয়ে দাও হৃদয় তোমার দয়িতার মতো

কে তুমি আমার সুখে বসন্ত-বাহার
শুভ্র রজনীর মতো হাসো
বানের নদীর মতো উছলে পড়ো সুখে

আমার দুঃখের দিনে সুখ-পাখি তুমি
আমার সুখের দিনে সুখ-পাখি তুমি
সুখের দুঃখের দিনে সহচরী তুমি
হৃদয়ের সহোদরা প্রিয় সখি অদিতি জননী।

১৮. ৮. ১৯৮৩

২৫

ভালবাসা মানে একগুচ্ছ রক্ত-গোলাপ
নক্ষত্র-সমেত এক আকাশের ডাক
ভালবাসা ঘর থেকে ডেকে আনে
অনন্তের পারে আকাশ নদীর দেশে
চন্দ্র-সূর্য তারার সমীপে
ক'রে দেয় অসংসারী আউল-বাউল
সমুদ্রকে ডেকে আনে ঘরে
ঝড়-ঝঞ্ঝা গেয়ে ওঠে গান

কে চায় বিশাল প্রেম চায় তার
সর্বগ্রাসী চুমো
সর্বজন সুখনিদ্রা যায়
দয়িতার বুকে মুখ সন্তানের মুখে চোখ
সম্পদের মুখে ঠোঁট মায়াবী সংসার গায়
সর্বজন সুখ-নিদ্রা যায়
এই ঘুম মধুস্বাদী সুখ
সোনার শৃঙ্খল পরা বন্দীর প্রমোদ

সুখ-নিদ্রা কাঁদো কেন কেন মুক্তি চাও
অশ্রুপাতে কেন করো নীল রক্তপাত
ভুল স্বর্গ ভুল গঙ্গা ভুল দ্বীপে বাস
তা'হলে সর্বস্ব ছাড়ো ছিঁড়ো গৃহজাল
সোনার শৃঙ্খল ছিঁড়ে এসো পথে অনন্তের দেশে
বন্দী হও মানুষের নক্ষত্রের প্রেমে
ঘাস-গাছ-অরণ্য-পাহাড়-নদী-সমুদ্রের প্রেমে
চরাচর মুখরিত করো প্রেমিকের গানে।

২৯. ৮. ১৯৮৩

বন্ধু পীযূষ ধরকে

২৬

কবিতা তুমি কোথা থেকে এসো
তরুণীর চোখ-মুখ থেকে নাকি
ঘাসে ঝ'রে-পড়া শিশির থেকে
অলক মেঘের রূপ থেকে নাকি
রক্তাভ রোদের শরীর থেকে
নাকি তুমি আরো কোথা থেকে এসো.....

কোথা থেকে এসো কবিতা তুমি
তরঙ্গায়িত নদী থেকে নাকি
উড়ু-উড়ু পাখির চক্ষু থেকে
সিঁদুরে আমের খোকা থেকে নাকি
আকাশী সাগরী সুনীল থেকে
নাকি তুমি আরো কোথা থেকে এসো.....

কবিতা তুমি কোথা থেকে এসো
রণভূমি থেকে উঠে এসো নাকি
হৃদয় থেকে নেমে এসো নাকি
জীবন থেকে উঠে এসো নাকি
এসো নাকি তারা ছায়াপথ থেকে
নাকি তুমি আরো কোথা থেকে এসো.....

২৩. ১০. ১৯৮৩

২৭

আমি তোমাদের জন্য গোলাপ উপহার নিয়ে যাই
আর তোমরা সেই গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে
ধুলো-বালি পাঁক পাথরে ছড়িয়ে দাও, কুকুরের শরীরে
বিড়ালের শরীরে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ছিটিয়ে দাও

আমি জ্যোৎস্না হাতে তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াই
আর তোমরা মগ্ন থাকো আরেক জ্যোৎস্নায়
আমার জ্যোৎস্না তোমরা দু'হাতে উড়িয়ে ফেলে
মাটির জ্যোৎস্না আর মুদ্রার জ্যোৎস্নায় খেলো

আমার গোলাপ তোমরা ছিঁড়ো—ছিঁড়ে ফেলো
আমি সুখী তোমাদের হাতে দিয়ে আমার গোলাপ
আমার হাতের জ্যোৎস্না উড়াও—উড়িয়ে ফেলো
আমি সুখী তোমাদের হাতে দিয়ে জ্যোৎস্না আমার।

১১. ১১. ১৯৮৩

২৮

নারকেল গাছ শোনো আমরা চললাম
পাতা ঝেড়ে আগামী দিনের কাছে ব'লে যেয়ো আমরা ছিলাম
ঘাস ফুল বনানির কাছে পাখি বন-হরিণীর কাছে
ব'লে যেয়ো আমরা ছিলাম

সন্ধ্যার লোহিত শোনো আমরা চললাম
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আমাদের মনে করো
তীরবাসী জনে-জনে ব'লে যেয়ো
সাগরের কাছে বলো আমরা ছিলাম

রাতের আকাশ শোনো আমরা চললাম
ছায়াপথ চরাচর তারাদের
ডেকে বলো আমরা ছিলাম
রাতের আকাশ শোনো আমরা চললাম।

১২. ১১. ১৯৮৩

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু

২৯

আমি পৃথিবীর ভালো চেয়েছিলাম
তার অসুখের জন্য আমি কেঁদে উঠেছিলাম
মিলনের জন্য আমি গান গেয়েছিলাম
আমার বিরুদ্ধে তাই হাজার চক্রান্ত—কত অপবাদ
কুকুর লেলিয়ে দেয় ভণ্ডদল আমার পেছনে
আততায়ী হাঁটে পায়-পায়
যে-কোনো মুহূর্তে বুলেট এসে লাগতে পারে গায়
যে-কোনো মুহূর্তে আমি হ'তে পারি ক্রুশবিদ্ধ যিশু

শান্তিহীন হ'য়ে বাঁচতে পারে কেউ
বুকের ভিতরে আগ্নেয় পাহাড়
উথাল-পাতাল রাত্রিদিন
রাত্রিদিন সমুদ্রের ওঠা-পড়া বুকে
গ্রহ-তারা ওলটে-পালটে খ'সে পড়ে বুকে
প্রলয়, প্রলয়কাণ্ড বুকের গহ্বরে

আমি ম'রে যাবো
নিশ্চিতই ম'রে যাবো আমি
আমার জন্যে কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ো
দীর্ঘশ্বাস পান ক'রে বাঁচি—বেঁচে উঠি।

২৮. ১২. ১৯৮৩

৫৩

হে আমার প্রেম মূর্তিমান কান্না তুমি আমার জীবনে
বৃষ্টির রাত্তির তুমি আমার সংসারে
বজ্র নিয়ে খেলা ক'রে বিদ্যুৎ চমকিয়ে
ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিলে আমার আকাশ

শীতের শর্বরী তুমি আমার জীবনে
তুষার-ঝটিকা হেনে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে আমার পৃথিবী
থরো-থরো কেঁপে উঠলো আমার ভুবন
চূর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে গেল আমার পৃথিবী

তুমি ঘোর অন্ধকার আমার জীবনে
আমার জীবনে তুমি আগ্নেয় পৃথিবী

২৮. ১২. ১৯৮৩

৩১

কোন দেশ থেকে তারা আসে
কোন দেশে তারা যায়
আকাশের নীল প'রে
কোন দেশ থেকে কোন দেশে তারা যায়

কোন কাল থেকে তারা আসে
কোন কালে তারা যায়
অমানিশি গায়
কালো ঘোড়া চ'ড়ে কোনখানে তারা যায়

কোন পথ দিয়ে তারা আসে
কোন পথ দিয়ে যায়
কোথা ঘর-বাড়ি নীড়
নাকি তারা চির ভবঘুরে।

১৮. ৩ ১৯৮৪

আমি তো তোমাকে দেখতে চেয়েছি
ফুলের চোখে
দূর থেকে রূপ দেখতে চেয়েছি
হরিণ-চোখে
তবুও হায় বিধাতা বিরূপ
ক্রুদ্ধ নিয়তি

আমি তো কেবল সঙ্গ চেয়েছি
সন্ন্যাস-চোখে
তবুও হায় অখুশি জনতা
কথার চাবুক
বিরাম বিহীন শাসানি রোজ
হাজার কুৎসা

আমি তো তোমাকে দেখতে চেয়েছি
চাঁদের চোখে
দূর থেকে রূপ দেখতে চেয়েছি
তারার চোখে
তবুও হায় পৃথিবী বিরূপ
পথে-পথে জ্বলে আমার চিতা।

১০. ৬. ১৯৮৪

অসুস্থ আমি প'ড়ে আছি বিছানায়
জননী আমার স্মৃতিতে দাঁড়ানো
এ জীবনে আমি পাবো না তার
হিমানী হাতের স্পর্শ কখনো
ছোটো ভাই তাকে দূরে নিয়ে গেছে
বড় ভাই করেনি মানা
আমি তখন ছিলাম প্রবাসে

অসুস্থ আমি প'ড়ে আছি বিছানায়
বেতনের দিন স্ত্রী গেছে অফিসে
কলেজে আমার দু'টি ছেলেমেয়ে
আয়াও নেই জল দেবে মুখে
বন্ধুর বাড়ি দিগন্ত দূরে
কালো জল পড়ে দু'চোখ বেয়ে
জননী আমার স্মৃতিতে দাঁড়ানো

অসুস্থ আমি প'ড়ে আছি বিছানায়
দু'চোখ বেয়ে পড়ে কালো জল.....

২৬. ৬ ১৯৮৪

৩৪

কে যাও কে যাও তুমি অমন করুণ-ভাবে চেয়ে
চূর্ণ-চূর্ণ আমার হৃদয়, কেঁদে উঠি আমি
কে যাও কে যাও তুমি হৃদয়ের ভগ্নী নাকি
আমার কবিতা নাকি কে যাও কে যাও তুমি

কে যাও কে যাও তুমি নীল বৃষ্টি ক'রে
চোখ থেকে ঝ'রে পড়ে মেঘলা আকাশ
সে আকাশ কোলে নিয়ে কাঁদি আমি কাঁদি
কে যাও কে যাও তুমি মেঘ-কন্যা নাকি

২৯. ৮. ১৯৮৪

পূর্ণেন্দু বর্মন প্রীতিভাজনেষু

৩৫

আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি
দুঃখগুলো আমি ভুলতে পারি না
এক-সময়ে অনেকেই অশরীরী হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছিল
আমার মেধায়
যদিও হাতুড়ি অশরীরী ছিল তবু আমি ঠিক-ই বুঝতে পেরেছিলাম
আঘাতের ভয়ংকর অগ্নিপ্রদাহ
অনেকে আবার অশরীরী বর্শা দিয়েও আমাকে আঘাত করেছিল সে-সময়
সে-সব মুহূর্তে আমি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো
ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম যন্ত্রনায়
আমাকে বাঁচাবার জন্য কেউ তখন এগিয়ে আসেনি এক গ্লাস জল নিয়ে
এক গ্লাস করুণা নিয়েও তখন আসেনি কেউ

এখন আমি একটুখানি সুস্থ জগতে বাস করছি
এখন দু'চারজন আমাকে একটুখানি ভালবাসে
আর বন্ধুর মতো বাড়িয়ে দেয় দুয়েক ইঞ্চি হৃদয়
এখন আমি তৃষ্ণার্ত হ'লে
কেউ কেউ আমার জন্য দুয়েক ফোটা জল নিয়ে আসে
সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েও কেউ কেউ আমাকে খুশি করে
এখন আমি একটুখানি সুখী

তবুও দুঃখের দিনের স্মৃতিগুলো আমি ভুলতে পারি না
দুর্বিসহ স্মৃতিগুলো আমাকে কুরে-কুরে খায়
স্মৃতিগুলো যেন এক-একটি শ্বাপদ
শ্বাপদগুলো নখ দিয়ে আমার বুক চিরে ফেলে
দাঁত দিয়ে আমার বুক ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়
আর এক ভয়াবহ বেদনা আমাকে গ্রাস ক'রে নেয়
স্মৃতি, স্মৃতি তুমি কী ভয়ংকর
এখনো কৃতান্ত জল্লাদ হ'য়ে আমার পাশে দাঁড়ানো
যে-কোনো মুহূর্তে আমার কবন্ধ লুটিয়ে পড়তে পারে ভূতলে।

৯. ৯. ১৯৮৪

অনিমেষ সাহা প্রীতিভাজনেষু

৩৬

কিছুদিন আগে যারা স্থবির পদার্থ ছিল
আজকাল তারা মানুষের স্বর নকল ক'রে কথা বলে
কখনো-কখনো চেয়ারে ব'সে গল্প করে
মাঝে-মাঝে ফাইল ঘাটাঘাটি ক'রে
রামা শ্যামা যদুর উপর খবরদারি করে

আমার ভালো লাগে
স্থবির পদার্থগুলো অন্তত নকল মানুষ হ'তে পেরেছে
তবে ভয় হয়
নকল মানুষগুলো যদি সেয়ানা শেয়াল হ'য়ে যায়
আর শেয়ালদের যদি শিং গজায়
অথবা শেয়ালেরা যদি ধীরে ধীরে সাপ হ'য়ে যায়
আর সাপেরা যদি ফনা বিস্তার ক'রে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়।

৯. ১০. ১৯৮৪

৩৭

সে হাসে না কাঁদে
নাকি চিত্র-তারকা হবার মহড়া দেয়
তার হাসিতে ফোটে যুঁই
তার কান্নায় ফোটে যুঁই।

১২. ১১. ১৯৮৪

৩৮

সে যখন সোনালি চোখ তুলে তাকায়
আমার হৃদয় পোড়ে আগুনে
তাকে জড়িয়ে ধ'রে আগুন নেবাতে যাই
সে তখন পালিয়ে যায় গভীর দূরে

সে যখন যুঁই ফুল ফুটিয়ে হাসে
আমার হৃদয়ে কে যেন তখন ছুরি চালায়
রক্তাক্ত হৃদয় জুড়াতে যাই জড়িয়ে ধ'রে
সে তখন পালিয়ে যায় গভীর দূরে

তার হাসি তার সোনালি চাহনি
মহামরুভূমিতে টেনে নেয় আমাকে।

১. ১২. ১৯৮৪

৩৯

মৃত্যুর বাসভূমি
জীবন থেকে খুব দূরে নয়
কখনো কয়েক মাইল
কখনো কয়েক হাত দূরে
তার বাসস্থান

কখনো দিগন্ত রেখায়
তার বাস
কখনো দেহলিতে
সে অপেক্ষমান।

৯. ২. ১৯৮৫

পাশের বাড়ির রাঙা বউ
একদিন তুমি রাঙা চাহনি তুলে তাকাতে
আমাকে দেখে বাঁকা হাসি দিতে
চোখে চোখ রেখে গল্প করিতে
স্বর ছিল যেন জল-তরঙ্গের ধ্বনি
এরকম-ভাবে রাঙা বউ তুমি
আমাকে করতে খুশি

হঠাৎ একদিন আকাশে কৃষ্ণ মেঘ
বেঁকে গেলে তুমি থেমে গেল বাঁকা হাসি
চাহনিও হায় হাওয়া হ'য়ে গেল
তোমার আমার প্রণয়ে পড়লো দাঁড়ি
মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলো
দেখা হ'লেও পাশ কেটে চলো
আমিও চলি মাথা হেঁট ক'রে

রাঙা বউ বলো কী প্রয়োজন ছিল
পীরিতি জমানোর
এখন তুমিও দুঃখী আমিও অসুখী
আমাকে এখন পর ভাবো তুমি
আমিও তোমাকে আপন ভাবি না
মিছেমিছি এক ট্র্যাজেডি।

৫. ৪ ১৯৮৫

৪১

তার চোখের জাদু দেখতে অনেক দর্শক আসে
চশমা খুলে সে চোখের জাদু দেখায়
অমন-ভাবে জাদু দেখায় সে
প্রতিটি দর্শক যেন পুনর্বার ফিরে আসে

সে দারুণ জাদু জানে
মাঝে-মাঝে সোনালি হাসি দিয়েও সে জাদু দেখায়
বেকুব পুরুষ ভেলকিতে প'ড়ে নাচে
এক বছর পর তার সংবিৎ ফিরে আসে

পুরুষ যখন তার চোখের খেলা
আর হাসির খেলা বুঝতে পারে
তখন একেবারে বাজি-মাৎ
সে তখন নিরালায় বসে কাঁদে।

১৩ ৫. ১৯৮৫

৪২

সোনালির চোখ আজও গাঢ় নীল
কত তারা জ্বলে কত ফুল ফোটে
স্তনযুগ আর নাভিমূলে তার
এখনো স্বপ্ন ঘুরোঘুরি করে
সুন্দরীতমা নগ্নিকা হ'য়ে,
সোনালি দাঁড়ায় রাতের দুয়ারে
তবু তাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখতে পারি না
পঞ্চাশ উর্ধে জীবনের দিন
ঝরো-ঝরো সব সোনালি হরিণ
হৃদয়ে চরে না চরে না চরে না

প্রেমের কবিতা দিন-ক্ষণ দেখে
ফসলের মতো ঋতুভেদে ফলে
পঞ্চাশ উর্ধে জীবনের দিন
সোনালির রূপ ঝঞ্চা তোলে না
বাঁকা হাসি আর রামধনু-রঙ
কবিতা রচে না কবিতা রচে না
পঞ্চাশ উর্ধে জীবনের দিন
বুকের গভীরে বিশাল আকাল শুধু গোবি থর
ঝরো-ঝরো দিন।

১১. ১০. ১৯৮৫

৪৩

আজকাল আর দু'চোখে ফোটে না কবিতা
মুখ-জুড়ে জ্বলে না জ্যোৎস্না
আজকাল তুমি অতি-পরিচিতা
নও অনন্য অনুপমা
বহু-ব্যবহারে স্বর্ণও হারায় গরিমা
আজকাল তুমি কবিতা নও গবিতা।

৩. ৩. ১৯৮৬

৪৪

জীবনের রূপ ধ'রে মৃত্যু গীয়মান
নৈশব্দ্যের পদধ্বনি চরাচর-জুড়ে
সব ঝরাপাতা—
উড়ন্ত পাখির ছায়া সমুদ্রের গায়
উৎস-মুখে অন্তিমের শান্ত করতালি

কুমারীর অন্তরঙ্গে কালধেনু চরে
কালের ধর্ষণ-রেখা সুন্দরীর গায়
প্রকৃতির অন্তরঙ্গে নৈশব্দ্যের গান
চরাচর ঘুনের খাবার
স্থাবরজঙ্গম-জুড়ে অনন্ত কবর।

১. ৮ ১৯৮৬

বিষয়-রস দীঘির জল পুণ্যশ্লোক সাঁতার কাটে
এক সাঁতারে লুইত নদী দুই সাঁতারে গঙ্গা পার
তিন সাঁতারে বৈতরণী চার সাঁতারে স্বর্গদ্বার
পাঁচ সাঁতারে পুনর্জন্ম ছয় সাঁতারে রাজপাট।

বিষয়-রস রানীর অঙ্গ জ্যোৎস্না ফোটে দিন দুপুরে
পুব আকাশের আলোর থালা নীল আকাশের গভীর বাণী
কালো গরুর দুগ্ধ যেন ক্ষীর সাগরের ঢেউয়ের খেলা
বিষয়-রস মন্দাকিনী সাঁতার কাটে পুন্যশ্লোক।

১১. ৮. ১৯৮৬

৪৬

বেশ্যা বেচে ভালবাসা
মন্ত্র পড়ে মূঢ়
মুখা প'রে গল্প করে
পাড়াশুদ্ধ লোক
চন্দ্রালোর নিন্দে করে
শহরে মানুষ
প্রিয়ংবদ অন্ধকারে
ছুরি খেলে রোজ।

কল্পতরু কামধেনু
মন্ত্রী করে চুরি
তাধিন-তাধিন নাচে
ঘর-দোর বাড়ি
আজকাল সূর্য ওঠে
পশ্চিম আকাশে
ওলটপালট কাণ্ড
অভিনব যুগ।

২৩. ৮. ১৯৮৬

কোনখানে তোর ভালবাসা
শরীর-জুড়ে বুকের ভিতর
ফুলঝুরি তোর বাচন বাণে
ছলাৎ ছলাৎ রূপের ঢেউয়ে

ভালবাসা খুঁজতে গিয়ে
অন্ধকারে কালো গোলাপ
অন্বেষণ ক'রে গেলাম
একশো বছর করতলে জিরোর পাহাড়

ভালবাসা আকাশ-কুসুম
গভীর জলে মৎস্যকন্যা
দিন দুপুরে চাঁদের আলো
কল্পলতা কল্পলতা।

১. ১০. ১৯৮৬

শব্দ নেই রূপ দিই তোমার সুষমা
বরং ভাস্কর কিংবা চিত্রকর হ'লে
অন্তত নির্মিত হ'তো শুদ্ধ প্রতিকৃতি
অসীম অনন্ত নয় শব্দের ব্যঞ্জনা
শব্দ দিয়ে তিলোত্তমা তোমার নির্মাণ
সম্ভবে না, সীমাবদ্ধ ভাষার দ্যোতনা।

১৯. ১২. ১৯৮৬

পুনশ্চ

আমার 'লৌকিক রক্তের ভিতরে' গ্রন্থটির সমকালে রচিত অন্তত আরো চারটি কবিতা গ্রন্থ-ভুক্তির দাবী রাখে,—তাই কবিতা চারটি 'পুনশ্চ' এই শিরোনামে এখানে সন্নিবিষ্ট হলো।

৪৯

গৌহাটি-শিলং রাস্তার মতো
দুই পার্শ্বে সামনে রেখে উদ্ধত পাহাড়
ঘুরে-ঘুরে পথ
এক-মাইল উঠতে গিয়ে হাঁটতে হয় পাঁচ-মাইল পথ
চূড়ায় উঠতে গিয়ে পাথেয় নিঃশেষ
গৌহাটি-শিলং রাস্তার মতো ঘুরে-ঘুরে পথ।

১৯৭৫

৫০

উন্মাদ গ্রীষ্ম
হাওয়ায় ফুটপাতে আগুন
বৃক্ষতলে দাঁড়ানো চাঁদ সদাগর ও ভিক্ষুক
নিসর্গ বলিহারি তোমার শাসন
একস্থানে, অভিন্ন ছত্রতলে দাঁড় করে গুল্ম ঘাস ও অশ্বত্থ
হাত ধরে প্রাসাদ ও কুটীর।

১৯৭৫

সুমিতা নাথ কল্যাণীয়াসু

৫১

ঈশ্বর, তুমি কী দেখছো
ফুটপাতে ঊর্ধবাহু হাজার মানুষ
দেখছো তুমি বাতাস-আহারী লোক
ড্রেন থেকে জঘন্য উচ্ছিষ্ট খেতে
পাশে তার হ্যাংলা কুকুর

না, তুমি উদার দৃষ্টিতে দেখছো
স্কাইস্ক্রেপার সব রঙিন মিনার
চোখ ভ'রে দেখছো তুমি অসামান্য জ্যোৎস্নার ঢেউখেলা রূপ
মাটিতে পড়ে না চোখ ধুলো থেকে দূরে থাকো
ধুলো যেন প্রেতাত্মার নিকৃষ্ট আড়ৎ

ঈশ্বর তুমিও অন্ধ
একচক্ষু লোক।

১৯৭৫

৫২

রাজা মশাই দারুণ ভদ্র
নেমতন্ন করেন রোজ
ও ভাই এসো আমার বাড়ি নামেমাত্র শাসন করি
তোমরা সবাই বন্ধু ও ভাই এবং প্রিয় প্রতিবেশী
তোমরা ভিন্ন একলা আমি
রাজ্য আমার থর সাহারা শ্মশানভূমি।

রাজার বাড়ির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াই
দেখতে পাই ফলকে খোদা সিংহমূর্তি
অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর ডাকে বাঘের মতো গর্জে গর্জে
এধার-ওধার বন্দুকধারী দাঁড়ানো স্থির গাছের মতো
প্রাণ উড়ে যায় হাই প্রেশারে
রাজভবনে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরি।

১৯৭৬

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৯	দীখির	দীঘির
২	১২	হাওযায়	হাওয়ায়
৯	৭	নিবেনিতা	নিবেদিতা
১১	৪	হাওযায়	হাওয়ায়
১৩	৭	শেয়ালর	শেয়ালের
১৫	৭	ত্তগুলোর	ওগুলোর
১৬	৩	লছমান	লছমন
৪২	৪	ঘুরোঘুরি	ঘুরাঘুরি
৪৬	৪	পাড়াশুক্র	পাড়াসুক্র